তারিখ [illegible]
পৃঃ [illegible] কলাম ৪

সংবাদ

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, বাজেট বৃদ্ধিসহ

১২ দফা দাবি বাকবিশিসের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ দ্রুত বাস্তবায়ন, শিক্ষা বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তি ও শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণসহ শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে ১২ দফা দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস)। এই দাবি বাস্তবায়নে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। গতকাল রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস) নবম জাতীয় সম্মেলনে তারা আন্দোলনের তাগিদ দেন। সংগঠনের সভাপতি ড. নূর মোহাম্মদ তালুকদারের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজয় রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসেন, বিশ্ব শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মাহফুজ খানম ও সর্বভারতীয় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অরুণ কুমার প্রমুখ। সম্মেলনে অধ্যাপক ড. অজয় রায় বলেন, এ দাবি আদায়ের জন্য বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে প্রবল আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলন সভাকক্ষ কিংবা সেমিনারের বাইরে সবচেয়ে বেশি রাজপথে হবে। রাজপথে শোভাযাত্রা করতে হবে, মিছিল-মিটিং নিয়ে নামতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে প্রয়োজন হলে অবস্থান ধর্মঘট করতে হবে।

শিক্ষক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজয় রায় আরও বলেন, এ কর্মসূচি যদি আপনারা না গ্রহণ করেন, তাহলে যে শিক্ষানীতি আমরা চাই তা বাস্তবায়িত হবে না। কাজেই আন্দোলন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এছাড়া হেফাজতে ইসলামের চাওয়া অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে 'সাম্প্রদায়িক পরিবর্তন' আনা হয়েছে মন্তব্য করে এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করেন অজয় রায়। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর চেয়েও এই মুহূর্তে সবচেয়ে ক্ষতিকর সংগঠন হিসেবে হাজির হয়েছে হেফাজতে ইসলাম।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বালা বিজয় কুমার শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সরকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়টিকে দেখে অপচয় হিসেবে। আমি বলব আপনারা এটাকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখুন। একই সঙ্গে নিয়মিত পঠন-পাঠনের বাইরে এসে সমাজকে 'শিক্ষিত' করার জন্য শিক্ষকদের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের আহ্বান শিক্ষানীতি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

শিক্ষানীতি : বাস্তবায়ন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জানান বালা বিজয় কুমার।

সভাপতির বক্তব্যে নুর মোহাম্মদ তালুকদার বলেন, একটি জাতিকে পঙ্গু করতে হলে প্রথমে আঘাত হানতে হয় শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। আজ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আমাদের আন্দোলনে নামতে হবে। এছাড়া নিজেদের দাবি-দাওয়াসহ হেফাজতে ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়ার ঘোষণাও দেন তিনি।

উদ্বোধনী পর্ব শেষে একটি শোভাযাত্রায় অংশ নেন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা। এরপর শুরু হয় সাংগঠনিক অধিবেশন।